ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় টর্নেডো ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ধন্যবাদ

আরিফুর রহমান খাদেম

আমার মা ছোটবেলা থেকে আমাদের একটি কথা বলে এসেছেন, যখন কাউকে কোনও কিছু দান করবে, এমনভাবে করবে যাতে ডান হাতে করা দান বা-হাত টের না পায়। আমি মনে করি বিষয়টির মাহাত্ম্য সচেতন পাঠক মহলকে বিস্তারিতভাবে বলা নিষ্প্রয়োজন। আজ যদি দানের পুরো অংশটিই আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজ ভাণ্ডার হতে দিতাম, তবে অবশ্যই চেষ্টা করতাম ব্যাপারটি জনসম্মুখে না আনতে। ত্রাণের একটি ক্ষুদ্র অংশ আমার বা আমার পরিবারের পকেট থেকে আসলেও, এর বৃহৎ অংশটি এসেছে বিভিন্নজনের কাছ থেকে। তন্মধ্যে দেশে বিদেশে আমার কিছু বন্ধু, সহকর্মী, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং পাঠক সমাজ অন্যতম। তাই আমি মনে করি, আমি সবার কাছে দায়বদ্ধ এবং এ বিষয়ে সবার কাছে জবাবদিহিতা করা এক ধরণের দায়িত্ব।

গত ২২শে মার্চ শুক্রবার বিকেলে আমার প্রিয় জন্মভূমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও প্রলংকরী টর্নেডো আঘাত হানলে আমি তৎক্ষণাৎ অনলাইন এবং অফলাইনের বিভিন্ন মাধ্যমে একটি মানবিক আবেদন করি। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আপিলে সাড়া পেয়ে বিভিন্নজনের সহায়তায় আমরা এ পর্যন্ত প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার টাকার মতো অনুদান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। যেহেতু আমাদের দেশে দুর্নীতি একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার বা ত্রাণের টাকার যথাযথ ব্যবহার হবে কিনা মানুষের মধ্যে এক ধরণের কানাঘুষা চলে; সেজন্য আমি কারও উপর আস্থা না রেখে আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় মা-বাবার সরাসরি তত্বাবধানে প্রতিটি টাকার সঠিক বণ্টন নিশ্চিত করেছি। আমরা এ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত ৬/৭টি গ্রামের প্রায় ৮০ থেকে ১০০ পরিবারকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছি। এদের মধ্যে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও দরিদ্র

৪০টি পরিবারের প্রত্যেককে ১ বান্ডল করে উন্নতমানের টিন (প্রতি বান্ডল প্রায় ৫ হাজার টাকা) ও ৫০০ টাকা নগদ দেয়া হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান বলে কোনো ভেদাভেদ করা হয়নি। আশা করবো ভবিষ্যতেও দেশের যেকোনো প্রান্তে যেকোনো ধরণের দুর্যোগ মোকাবেলায় আপনারা সামর্থ্য মতো এগিয়ে আসবেন। আল্লাহ্ আপনাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন। আমিন।